|  |
| --- |
| **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** **বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সন্ধিক্ষনে উপনীত হয়েছে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। বৈশ্বিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। Vision 2021 পূরণ হয়েছে; এখন vision 2041 “**উন্নত বাংলাদেশ”** লক্ষ্য বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে সারাদেশে কানেক্টিভিটি স্থাপন, পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে অভিযোজনে সক্ষম প্রশিক্ষিত নারী-পুরুষ তথা মানবসম্পদ তৈরি, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শোভন কর্মসংস্থান তৈরিতে আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন এবং ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। একইসাথে অগ্রসর প্রযুক্তি (Frontier Technology) ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR)-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে যুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি, পলিসি ও গাইডলাইনস প্রণয়নসহ নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

**১.২ Allocation of business অনুযায়ী এ বিভাগের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডার ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ICT বিভাগ জাতীয় অভীষ্ট ও পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিগত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এবং আইসিটি সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইসিটি বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করছে। আইসিটি সার্ভে, গবেষণা, ডিজাইন ও উন্নয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি সেবাসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ ও জনগণের নিকট সহজ প্রাপ্য করণের নিমিত্ত গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণ এবং সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ২১০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ ব-দ্বীপ-এ পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে এ বিভাগ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ সকল স্ট্র্যাটেজি, পলিসি, গাইডলাইনস এবং কর্মপরিকল্পনায় নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন ধরণের বিশেষ কার্যক্রমও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক প্রণীত Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুইটি লক্ষ্যমাত্রায় লিড বিভাগ হিসেবে রয়েছে। এছাড়া Perspective plan of Bangladesh (2021-2041) ও 8th Five Year Plan (2020-2025) এ ICT Access এর স্কোর ২০১৭ সালের ৩০.৫ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২০২৫ এ ৫০ এবং ২০৩১-২০৪১ এ ৮৫, Government’s Online Service এর স্কোর ২০১৭ সালের ৬২.৩০ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২০২৫ এ ৭৫ এবং ২০৩১-২০৪১ এ ৯০ এবং e-Participation এর স্কোর ২০১৭ সালের ৫২.৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২০২৫ এ ৭০ এবং ২০৩১-২০৪১ এ ৮৫ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া Perspective plan of Bangladesh (2021-2041) এ হাইটেক নেট রপ্তানি, (মোট বাণিজ্যের %) এর স্কোর ২০১৯ সালের ০.২ থেকে বাড়িয়ে ২০২০-২০৩০ এ ১০ এবং ২০৩১-২০৪১ এ ২০ ও আইসিটি সেবা রপ্তানি (মোট বানিজ্যের%) এর স্কোর ২০১৯ সালের ১.১ থেকে বাড়িয়ে ২০২০-২০৩০ এ ৫ এবং ২০৩১-২০৪১ এ ১০ এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আরোহণে National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh,2020 এবং National Strategy for Robotics 2020 প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত পলিসি পেপারে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার পাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। SDG, perspective plan, 8th five year plan এ তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব বলে হলে উন্নয়ন তরান্নিত হবে মর্মে উল্লেখ আছে।

৩.০ **বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ**

ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণে প্রণয়ন করা হয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আইন ১৯৯০, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯, ২০১৩), যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ (সংশোধিত ২০১৪), তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা ২০১০, তথ্য নিরাপত্তা পলিসি ও গাইডলাইন ২০১৪, সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি ২০১৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা ২০১৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮, ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) ২০১৯, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা ২০১৯, ই-গভর্নমেন্ট মাস্টারপ্ল্যান ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০১৯, ন্যাশনাল ব্লকচেইন স্ট্রাটেজি:বাংলাদেশ ২০২০, স্ট্রাটেজি টু মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ক্যাপাসিটি প্রমোট ইন বাংলাদেশ ২০২০, ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বাংলাদেশ ২০২০, ন্যাশনাল ইন্টারনেট অব থিংস স্ট্রাটেজি বাংলাদেশ ২০২০, ৩৩৩-সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১, মেইড ইন বাংলাদেশ স্ট্রাটেজি ২০২১, বাংলাদেশ হাইটেক-পার্ক সম্পর্কিত বিভিন্ন এসআরও ইত্যাদি। আইসিটি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের **প্রতিটি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক- এ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে ৩০**% **নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।** ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২০, নারীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের/ কর্মশালার আয়োজন কথা বলা হয়েছে।

**4.০ বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নারীকে উদ্বুদ্ধকরা, আইটিখাতে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে নারীর সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

* ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ

**ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরসমূহকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে, জাতীয় তথ্যবাতায়নে সরকারি দপ্তরসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করা হয়েছে, সরকারি সেবাসমূহকে ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে,** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল-সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সেবা ও তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। **কল সেন্টার ৯৯৯ বা ৩৩৩ এর মাধ্যমে নারীদের ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ নিরোধসহ যেকোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক প্রতিকার প্রদান করা হচ্ছে।** **জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ এর মাধ্যমে ৭,৩৪২ জন নারীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।** বাংলাদেশে সাইবার জগতে নারীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন, অবমাননা, আতঙ্কিত এবং হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। **তাই,** নারীর ক্ষমতায়নে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা দরকারী ও অপরিহার্য। সে প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের/ কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতাসহ অভিগম্যতা বৃদ্ধি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ/বৃত্তি ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান করা হচ্ছে যা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে নারী গবেষক ও নারী উদ্ভাবক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের আইটি/আইটিএস বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ Professional Outsourcing Training প্রদান করা হচ্ছে। ‘মুক্তপাঠ’ ই-লার্নিং প্লাটফর্মে বিভিন্ন কোর্সে ১০৯০২ জন নারী সরকারি কর্মকর্তা বিভিন্ন কোর্স এ নিবন্ধিত হয়েছেন ও ৬৪৩১ জন কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং সকল আগ্রহী নারী সরকারি কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রধান করা হবে।

* অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীসহ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিমিত্ত নারীদের আইসিটি বিষয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, উচ্চশিক্ষা অর্জনে এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ করছে। এছাড়া স্থানীয় ও লাগসই তথ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজনে কাজ করছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও বেগবান হবে।
* Leveraging Information and Communication Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance প্রকল্পের অধীনে মানবসম্পদ উন্নয়নের আওতায় Information Technology (IT) ও Information Technology Enabled service (ITES) সেক্টরে ৩৪০০০ জন দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সেক্টরে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও ই-সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আইসিটি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ পেশাজীবীসহ গ্রাজুয়েট/স্নাতক পাস শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের **প্রতিটি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক- এ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে ৩০**% **নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।**
* আইসিটি এর মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য আইসিটি বিভাগ ‘She Power’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আইসিটি ইকোসিস্টেমে নারীদের অংশগ্রহণ, আইসিটিকে ব্যবহার করে নারীদের দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ/ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তা তৈরি এবং আইসিটির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াকে টেকসই করা।
* তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন

সার্বজনীন ইন্টারনেট অভিগম্যতা নিশ্চিতে **ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ এবং ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন ডিজিটাল বৈষম্য (**Digital Divide**) হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এর ফলে তৃণমূলের নারীগণ ঘরে বসেই বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।** তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন-হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। **তথ্য প্রযুক্তির** অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ফলে নারীর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে।

* **আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন**

**আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে** হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপন করা হচ্ছে যেখানে নারী উদ্যোক্তাগণও স্পেস বরাদ্দ পাচ্ছেন এবং বিনিয়োগ করছেন। উদ্ভাবন পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমির আওতায় স্টার্ট আপ আইডিয়াকে অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরন-তরুনীদের স্টার্ট আপ কালচারে আগ্রহী করে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেম উন্নয়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানী যার মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যাবতীয় সহায়তা প্রাপ্ত হবেন।

**5.০ বিভাগের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন  সরকারি অফিসসমূহে অধিকতর আইসিটি ব্যবহার করে জনগণকে দ্রুততর সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। | বাংলাদেশের ৬৪% প্রাপ্তবয়স্ক নারী মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ব্রডব্যন্ড এর মাধ্যমে মোবাইল সংযোগ ১৮ কোটি+। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কানেক্টিভিটি, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ২০০৮ ছিল ৫৬ হাজার বর্তমানে ১৩ কোটি। অনলাইন ব্যংকিং, মোবাইল ব্যংকিং করছে ১০ কোটি জনগণ। তরুণ উদ্দোক্তাদের জন্য দ্রুতগতি ইন্টারনেট সংযোগসহ ৩৯ টি হাই-টেক পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এবং পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলায় হাই-টেক পার্ক সম্প্রসারণ করা হবে। |
| ২. | ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা  তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। | ডিজিটাইজেশন ফলে মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) 26% থেকে 36% বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল সেন্টার ৮০০০+ টি এবং ২৫০০+ উদ্যোগতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করছে সাশ্রয়ী ৭৬৪৪৫ কোটি। ই-কমার্স, Women and e-Commerce (WE), ই-নামজারির মাধ্যমে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সহজ হয়েছে। ৩৩৩ জাতীয় হেল্প লাইন ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ জরুরী স্বাস্থ্য পরামর্শ ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান। মুক্তপাঠে ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্সে ৬০ হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে এবং প্রায় ৩০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটি সম্পন্ন করেছে। সুরক্ষা সেবা কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন নিবন্ধন এপস ৭ কোটি ৩০ লক্ষ জনগণ নিবন্ধন করেছে। বাংলাদেশের ৮ কোটি ২২ লাখ নারীর হাতকে কাজে লাগানোর মত বৃহৎ চ্যালেঞ্জসহ জাতির উন্নয়নের ব্যপক সম্ভাবনা ও রয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ডিজিটাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নারীদের প্রশিক্ষিত করে অনলাইনে বিভিন্ন দেশে আইটি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার চেষ্টা এই বিভাগ করছে এবং করবে। |

**6.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**6.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

| **প্রতিষ্ঠানের নাম** | **নারী সংখ্যা (%)** | **পুরুষ সংখ্যা (%)** | **মোট সংখ্যা (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | ৩৩ (৯.১৫%) | ৭৩ (৯০.৮৪%) | ১০৬ (১০০%) |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর | ৯৪ (২০%) | ৫২৩ (৮০%) | ৬১৭ (১০০%) |
| বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ | ০৮ (১০.৫২%) | ৬৮ (৮৯.৪৮%) | ৭৬ (১০০%) |
| বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল | ০৯ (১০%) | ৮১ (৯০%) | ৯০ (১০০%) |
| ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় | ১২ (১০%) | ১৯ (৯০%) | ৩১ (১০০%) |
| ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি |  |  | সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত |

**6.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান**

|  |  |
| --- | --- |
| পুরুষ উপকারভোগী | ৬২.৩৪% |
| নারী উপকারভোগী | ৩৭.৬৬% |
| সর্বমোট | ১০০.০০% |

নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে:

* লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৭ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় ১৩ হাজার জনকে Professional Outsourcing Training প্রদান করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩,৫০০ জন নারী রয়েছে;
* নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯৯০ জনকে Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
* IT Engineers Examination (ITEE) কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত নারীসহ ২৪৪৮ জন অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৫১ জন ITEE সার্টিফিকেশন অর্জন করেন। বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাইকার সহায়তায় “জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৬৫ জনকে ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ইতোমধ্যে ১৮৬ জনের জাপানে ও বাংলাদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে; যার মধ্যে ৭ জন নারী।

**6.৩** **বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**7.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| নির্দেশক | **পরিমাপের**  **একক** | **২০১9-20** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** |
| **ই-সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি** | **সুবিধাভোগীর সংখ্যা (কোটি)** | ২.৮৫ | ৩.৭৫ |  |
| **আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের** | সংখ্যা (হাজার) | ১৫০০ | ২০০০ |  |
| **ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ** | **ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)** | 31.5 | 32.1 |  |

**8.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**8.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র নিম্নোক্ত ছক আকারে এখানে উল্লেখ করা হল:**

| **ক্র.** নং | **কার্যাবলী** | বিগত বছরে **সুপারিশ**কৃত কার্যাবলী |
| --- | --- | --- |
| 1 | কর্মসংস্থান সৃষ্টি | * ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ পর্যন্ত বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি, ৬টি বিভাগীয় সদর কেন্দ্র ও বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩৪৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে ২০ ভাগ নারী। আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয় এবং এ মেলা থেকে প্রায় ৫৪৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়, যার মধ্যে ৩৬ জন নারী। * বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডমী প্রতিষ্ঠাকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৭০টি স্টার্টআপকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২১ জন নারী উদ্যোক্তা রয়েছে। * মাথাপিছু রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা’ এ উদ্যোগের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২ লক্ষের অধিক বেকার নারী-পুরুষকে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে; ১৫,০০০ বেকার নারী-পুরুষকে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে যথোপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে; ৪০,০০০ এর বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বেকার নারী-পুরুষকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; * এজেন্ট ব্যাংকিং কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০,২৫,৯৯৭ জন নারী উপকারভোগী সেবা লাভ করেছেন। ডিজিটাল সেন্টার ৫,২৩৪ জন নারী উদ্যোক্তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। |
| 2 | কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন | * সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪১৭৬ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমানে ৫০০০ (পাঁচ হাজার)টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” ও স্থাপিত ল্যাব থেকে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ০১টি করে মোট ৩০০ (তিনশত)টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার” স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| 3 | ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম | * ‘মুক্তপাঠ’ (www.mukt opaath.gov.bd) বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি উম্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম যা অনলাইন এবং অফলাইন দুই মাধ্যমেই জনগণ ব্যবহার করতে পারছেন। এ প্লাটফর্মে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জীবনমুখী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য নির্মিত অপর একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘কিশোর বাতায়ন’প ([www.konnect.edu.bd](http://www.konnect.edu.bd)) এ পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক নানাবিধ কন্টেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোরীরা সাংস্কৃতিক মননশীলতার চর্চাসহ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হতে পারছে। |
| 4 | ন্যাশনাল ডাটাসেন্টার ও সাইবার সেন্টার স্থাপন | * বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) এটি; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। |

**8.২ বিভাগের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নে দেয়া হলঃ**

* **মেলা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম**: প্রতিবছর সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আইটি বিষয়ক উদ্ভাবনীসমূহের প্রচারের জন্য বিভাগ, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মেলা/অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হচ্ছে বিপিও সামিট, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো যার মাধ্যমে সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হচ্ছেন;
* **ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা তৈরি:** সাইবার দুনিয়া অর্থাৎ ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মিডিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দূরীকরণ, সাইবার মামলা তদন্ত এবং বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইব্যুনালে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৯,০৮৫ জন নারী শিক্ষার্থীকে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২০০০ জন শিক্ষার্থীকে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
* **উন্নয়নে নারী শীর্ষক প্রোগ্রাম:** নারীর ক্ষমতায়নের ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিসিসি Office Applications & Unicode Bangla under WID কোর্স পরিচালনা করছে। এছাড়াও Women IT Frontier Initiative (WIFI) নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭১১ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**একটি কেস-স্টাডি বা সাফল্যগাঁথা:**

|  |
| --- |
| মিজ ফাহরিন হান্নান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন [উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ](https://www.startupbangladesh.gov.bd/" \o "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ) (আইডিয়া) প্রকল্পের আওতায় ফান্ডপ্রাপ্ত এবং চায়নার অনুষ্ঠিত ‘শী লাভস টেক’ ইভেন্টে বাংলাদেশ থেকে জয়ী একজন উদীয়মান ফ্রিল্যান্সার। তিনি পেশায় একজন ডাক্তার। তার মা যখন ডায়বেটিস ও এর পরবর্তী জটিলতার স্বীকার হন তখন তার মাথায় আইডিয়া আসে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কিছু একটা করার। সে আইডিয়া থেকে তিনিসহ মোট ৩ জন ডাক্তার মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা কাস্ট। যা ডায়বেটিস রোগীদের জন্য এনেছে অনলাইন চিকিৎসা সেবা, বাসায় বসে মেডিসিন পাবার সুযোগ, বাসায় বসে ব্লাড/ইউরিন টেস্ট, বাসায় বসে ফিজিওথেরাপি পাবার সুযোগ, নার্স/ কেয়ারগিভার সার্ভিস সহ একজন ডায়বেটিস রোগির যা যা সেবা প্রয়োজন।  ২০২১ এর মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তী তে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে ফান্ড প্রদান করার জন্য প্রথম ব্যাচে মাত্র ৭টি স্টার্টআপ কে মনোনীত করা হয়। পাঠাও, চালডাল এর পাশাপাশি ঢাকা কাস্ট তার মধ্যে অন্যতম। ফাহরিন হান্নান বলেন যে, ডাক্তারি পেশা ছেড়ে ফ্রিল্যান্সিংকে তিনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন। তিনি চান শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ঢাকা কাস্ট এর সেবা ছড়িয়ে যাক। ডাক্তারি পেশা ছেড়ে স্টার্টআপ জগতে পা রাখার কারণ একটাই- অদম্য কিছু করবার শক্তি যা কিনা কাজ করে মানুষের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য।  শুধু ফাহরিন হান্নান নয়, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লি: থেকে আরো অনেক নারী ফ্রিল্যান্সিং ফান্ড নিয়ে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা আজ স্বাবলম্বী। বৈশ্বিক এই করোনা মহামারীতে সারা বিশ্ব যখন স্থবির তখনও এ সকল মেয়েরা ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে তাদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। |

**9.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* নারীর ডিজিটাল এক্সপোজারের অভাব এবং ডিজিটাল ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের উপস্থিতি কম;
* **ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির পেলেও ধীরগতি ব্রডব্যন্ড স্পীড নারীদের পক্ষে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা করা কঠিন হবে;**
* সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
* নারীদের জন্য আইসিটি ভিত্তিক কর্মকান্ডে Venture Capital এর অভাব।

**১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* প্রযুক্তিক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার;
* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত রাখা;
* প্রকল্পসমূহে নারী জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা ও দেশের নারী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া;
* আইসিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
* আইসিটি ব্যবহার-শিক্ষার প্রসারে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি শিল্পে নারীদের আকৃষ্ট করতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা;
* সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের মধ্যে গড়ে অর্ধেকেরও বেশি নারী। তাই এ কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অধিক মাত্রায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* সাইবার দুনিয়ায় নারীর জন্য অবমাননাকর বিষয়সমূহ দূরীকরণ, বিজ্ঞ আদালতে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে মেয়েদেরকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা;
* প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের তথ্যাদি ও দলিলাদি ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক লেনদেনে নারীদের ক্রমশঃ সক্ষমকরণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণে নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ;
* ডিজিটাল ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের টেকসই অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা;
* নারীদের জন্য আইসিটি ভিত্তিক কর্মকান্ডে Venture Capital এর ব্যবস্থা করা।